শাবাব তোমার বাবা

যন্ত্রপাতির মাঝে বন্দী হয়ে এখন বাবা মৃত্যুর সাথে লড়ছে। তোমার বাবার নানা কথা পরিচিত সবার কাছে শুনবে। কেউ বলবে দারুন স্মার্ট বা কেতাদুরস্ত ছিল। সুদর্শন কড়া মেজাজী ছিল। জান কেন তার দীর্ঘদেহ যা ৬ফুট এক বা দুই ইঞ্চির বেশী লম্বা, উজ্জল গায়ের রং, সূর্যের আলোর ছোপে মিশমিশে কালো হতে পারেনি চুল? কারন তার পূর্বপুরুষরা হযরত শাহজালালের সঙ্গী হয়ে এসেছিলেন সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে । কেউ বলবে মেধাবী ছিল, কেউ খেয়ালী ছিল বলবে। বলবে নাই বা কেন? মেধাবীরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে ডাক্তার হতে চায়, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সে আর্টস নিয়ে পড়লো। এমনি খেয়ালী যে দুটো অংক নিল। জেনারেল ম্যাথ, ইলেক্টিভ ম্যাথ। স্কুল ফাইনালে আরও অনেক কিছুর সাথে দুই অংকেও লেটার নিয়ে বোর্ডে মেধা তালিকায় জায়গা দখল করলো। ক্যাডেট কলেজ ছেড়ে চলে আসলো। তারপর খেয়ালী মানুষ তেমনি উদাসীন হল পড়াশুনায়। অনেক সময় পার হল। নানান কর্মে অভিজ্ঞতা অর্জন করলো। পড়তে পছন্দ করতো তবে পরীক্ষাতে অনাগ্রহী। হঠাৎ মনে হল পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষা দিল পটপট পাশও করলো ঝটঝট। বিসিএস দিয়ে দিল হঠাৎ করে। পরিবারে একজন বললো ‘কি অদ্ভুত কান্ড যে মেধার কোন যত্নই করেনি সে বিসিএস এর কঠিন বেড়া ডিঙ্গাবে কিভাবে’। দক্ষ, সপ্রতিভ অফিসার বনে গেল। এক সময়ে চাকরীর পাশাপাশি এমবিএ পাশ করলো। তার যে মেধা ছিল তাতে পিএইচডি করতে পারতো চেষ্টা করলে। উদ্যোগই নেয়নি নি খেয়ালী বলে।

ছোট্টবেলায় ক্যাডেট কলেজের ভর্তিপরীক্ষার ভাইবা। খুব সম্ভব পাকিস্তানী কর্নেল কি জেনারেল কায়ানী(আমাদের স্বাধীনতার ঠিক আগে আগে) ভাইবা নিচ্ছেন। তোমার বাবারা সাত ভাইবোন শুনে উনি জিজ্ঞেস করলেন ‘Have you got two mother?’

বাসায় ফিরে সে বিরক্ত, রাগতঃ। বললো ‘কায়ানীদের দেশে যতো বেশী ভাইবোন ততো বেশী মা’।

একদিন তোমার অঞ্জনকাক্কু উপুড় হয়ে শুয়ে পিছনেই একপায়ের উপর আরেক তুলে বই পড়ছে। তোমার বাবা ক্লাস থ্রি কি ফোরএ পড়তো। সে টেবিলে বসে খাতাতে পেন্সিল দিয়ে কি যেন করছিল। অঞ্জন যেই পায়ের উপর থেকে পা নামিয়েছে তোমার বাবা ছুটে

গিয়ে ওর পিঠের উপর দুমাদুম কয়েক কিল দিল। তারপর পাটা তুলে আগের মতো অন্য পায়ের উপর রেখে খাতা পেন্সিল হাতে নিল। অঞ্জনকে দিল শাসানি

‘খবরদার নড়বিনা’

অঞ্জনের চিৎকার চেচামেচিতে তোমার দাদু পাখা হাতে ছুটে এসে শাসন করতে যাবেন যেই তোমার বাবা তখন খাতা থেকে মাথা তুলে বললো

‘এখন পা নামা’

এমনিতেই তোমার দাদু সাতসন্তানের যন্ত্রনায় পাগলপারা। তারপর যখন অযথা একজনের পা কিভাবে রাখবে আরেকজন হুকুম করার জুলুমবাজী করে তা পাখার ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করাই ছিল একমাত্র উপায়। তবে উনি পাখার ডাট চালাতে পারলেন না। অবাক হয়ে দেখলেন তোমার বাবা নেড়া মাথা অঞ্জনের উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়া ভঙ্গির নিখুঁত রেখাংকন করেছে।

মানুষের বোকামী দেখলে অল্পতেই ধৈর্য হারাতো। তোমাদের বাড়ীর এক ড্রাইভার সামান্য কারনে তোমার বাবার হাতে চড়থাপ্পড় খেয়েছিল। বাড়ীর সবাই তোমার বাবার উপর মনঃক্ষুন্ন করেছিল। ড্রাইভার তেমন মন খারাপ করেনি ও হয়তো ভেবেছে এটাই ওর প্রাপ্য। ঐ ড্রাইভারকেই সৌদী যাওয়ার সময়েই কাগজপত্র যত্ন করে তৈরী করে দেয় কে জান? তোমার বাবা। শুন শাবাব সেই ছোট্ট বেলায় জুলুমবাজ তোমার বাবা কত অল্পতেই কষ্ট পেত, মন খারাপ করতো। ওর সখের লাল ঝুটির বড়সড় এক পোষা মোরগ ছিল। তোমার দাদু ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মোরগ জবাই করে ফেললেন। ছোট্ট তোমার বাবা খেলা শেষে ফিরে ক্রিকেটের ব্যাট পিঠে নিয়েই হাড়ির ঢাকনা তুলে ওর রান্না হয়ে যাওয়া মোরগটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখলো। তারপর চুপ হয়ে গেল। জান যে মাংশ খেতে খুব পছন্দ করতো সে ঐ মাংশ একটুও খায়নি। তুমি হয়তো ভাববে দাদু কেন তোমার বাবার সখের মোরগটাকে কাটলেন। তার কাছে সাত সন্তানের সখ মিটানোর চেয়েও পুষ্টিকর খাবার জোগানো অনেক জরুরী ছিলরে।

ঈদের দিনে কত কত রান্না হত। কতজন আসতো। তেমনি এক দূরের আত্মীয় তাদের চার সন্তান নিয়ে দুপুরের দিকে আসতেন। প্রতি ঈদেই আসেন তারা। তোমার দাদু আর দাদাভাই মানুষদের খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। ঈদের দিনে অনেক মজার খাবার রান্নাও হত। কেন জানি ঐ নীরিহ আত্মীয় পরিবারকে খুব যত্ন করেই খাওয়াতেন দাদু। তোমার

বাবা ক্লাস টু কি থ্রিতে তখন পড়ে। ওর বয়সী ঐ দূরের আত্মীয় ছেলেটির সাথে খেলছিল। হঠাৎ খেলা ফেলে এসে চুপ করে বসে রইলো। কি ব্যাপার ঝগড়াটগড়া করলো নাকি? খেলা বাদ দিয়ে চলে আসলো কেন? মেহ্মানকে অবজ্ঞা করাতো ঠিক নয়। জেরার মুখে তোমার বাবা বললো তার মন ভীষন খারাপ হয়েছে। কারন ছেলেটি তাকে বলেছে ওরা সকালে নাশতাও খায়নি। ঈদের দিনেও ওরা নাশতা খায়নি শুনে ওর খুব খারাপ লাগছে। এই হচ্ছে বাইরে কঠিন ভিতরে নরম মনের তোমার বাবা।

দুঃখীত লেখাটা কিছু কিছু জায়গায় ছড়ে গেছে। ভাবছো আমি কাঁদছি। না না কাঁদছি নাতো। ব্যথা। হ্যা একটা ব্যাথা হচ্ছে কোথায় যেন। এটা হচ্ছে “Hardest substance of the purest pain”...

দিলরুবা শাহানা*

লেখা শেষ করতে না করতেই ফোন আসলো বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব সাফাত আহমেদ চৌধুরী ক্যান্সারের সাথে শেষ যুদ্ধে হেরে গেছেন।